তারিখ ... 15 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ২ ...

প্রথম আলো

editorial@prothom-alo.info

অবশেষে ভ্যাট প্রত্যাহার

উচ্চশিক্ষায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনের সঙ্গে বর্ধিত ভ্যাট আদায়ের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে সরকার। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরাও তাঁদের অবরোধ তুলে নিয়েছেন। ভোগান্তি ও উদ্বেগের শেষে একে বলা যায় মধুরেণ সমাপয়েৎ। সিদ্ধান্তটি আরও আগে হলে কয়েক দিন ধরে রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে যে জনদুর্ভোগের ঘটনা ঘটেছে, তা হয়তো এড়ানো যেত। এরপরও সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ। আর শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ এ কারণে যে কয়েক দিন ধরে চলা বিক্ষোভ-আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে চলেছে।

এই আন্দোলন বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যয়ের কঠিন পরিস্থিতিটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল। একটি কাঠি না ভেঙেও, 'আগুন জ্বালো' স্লোগান না দিয়েও সম্পূর্ণ অহিংস পথে আন্দোলন সফল করার এই শিক্ষা সবাই মনে রাখবেন, সেটাই প্রত্যাশিত। এ রকম অহিংস জমায়েতকে দমনের চেষ্টা প্রথম দিকে দেখা গেলেও পরে যে সরকারের বোধোদয় ঘটেছে, সেটা প্রশংসনীয়। পরিশেষে, এমনিতেই যানজটে পর্যুদস্ত ঢাকাবাসী যে অধিকতর ভোগান্তি থেকে রেহাই পেল, সেটাও স্বস্তির কথা।

ঘটনার ধারাবাহিকতা থেকে এটা স্পষ্ট যে অর্থমন্ত্রীর আরও বাস্তববাদী ও দূরদর্শী হওয়া উচিত ছিল। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া যে গুরুতর বিষয়ের নিষ্পত্তি মন্ত্রীদের অনেকেই করতে পারেন না, সেটাও দেশবাসী প্রত্যক্ষ করল।

এখন সরকারকে শুধু ভ্যাট প্রত্যাহার করলেই হবে না, শিক্ষা-বাণিজ্য কমিয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুশাসন আনতে হবে। বেতন ও ফির সীমা ঠিক করে দিতে হবে। এ ধরনের আন্দোলন যাতে বারবার করতে না হয়, তার জন্য সমগ্র বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে সুব্যবস্থাপনা ও সুনীতির ওপর দাঁড় করাতে হবে। উন্নয়নের স্বার্থেই বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা থাকবেই। সরকারিভাবে যেহেতু এই চাহিদা এককভাবে মেটানো সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে প্রাইভেট ও পাবলিকের মধ্যে সমন্বয় থাকা জরুরি।